দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 APR 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

22

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সিদ্ধান্তহীনতায় ১৬ ছাত্রের ভবিষ্যত অনিশ্চিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তহীনতায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে গণিত বিভাগের ১৬ ছাত্রের শিক্ষাজীবন। '৯১-৯২ সালের ১ম বর্ষ অনার্স পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংক্রান্ত জটিলতায় পরীক্ষা বাতিলের দাবি নিয়ে এই অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। খবর সংশ্লিষ্ট বিভাগ সূত্রের।

১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ সমাপনী পরীক্ষায় ফটোকপি করা অস্পষ্ট প্রশ্নপত্রের কারণে সকল ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা বাতিল ও নতুন পরীক্ষা নেয়ার দাবি জানায়। একপর্যায়ে ছাত্ররা বিভাগীয় চেয়ারম্যানের কক্ষসহ বেশ কয়েকটি কক্ষ তাছুর করে। এই তাছুর ও অশালীন আচরণের শাস্তিস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন '৯১-৯২ বর্ষের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করে। '৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের সাথে পরীক্ষা দেয় বহিষ্কৃতরা। এদের মধ্যে ১৬ জন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়।

অকৃতকার্য ১৬ ছাত্র তাদের মধ্যবর্তী পরীক্ষা ও প্রমোশনের দাবিতে বেশ কিছুদিন গণিত বিভাগকে অচল করে দেয়। ধর্মঘটের সময় বিভাগীয় প্রধানের কক্ষসহ ক্লাস কক্ষগুলোতে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিছু ছাত্র এবং শিক্ষক ক্লাস করতে চাইলে বাধার মুখে ফিরে আসেন। একটানা প্রায় দু'সপ্তাহ ধর্মঘট চলার পর আলোচনার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর পুনরায় ক্লাস শুরু হয়।

অকৃতকার্য ছাত্রদের সম্পর্কে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক শিক্ষক জানান যে, ১৬ জনের মধ্যবর্তী পরীক্ষা ও প্রমোশন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। মধ্যবর্তী পরীক্ষা নিতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্পর্কিত আইনে কিছুটা পরিবর্তন আনতে হবে। এবং এই পরিবর্তন দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার। ৩য় বর্ষের জনৈক ছাত্র জানান যে, গুটিকয়েক ছাত্রের কারণে পুরো বিভাগের ছাত্রদের ক্ষতি করছেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

গণিত বিভাগের ছাত্রদের উপরোক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আন্তরিক হস্তক্ষেপ ছাত্রছাত্রীদের হতাশা ও ক্রমবর্ধমান সেশনজট নিরসনে সহায়ক হবে।